

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

10508 - যলিহজ্জ মাসরে দনিগুলোতে সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর প্রদান

প্রশ্ন

ঈদুল আযহার সাধারণ তাকবীর সম্পর্কে জানতে চাই। প্রত্যেকে নামাযের শেষে যে তাকবীর দয়্যো হয় সটো কী সাধারণ তাকবীরের মধ্য পড়বে; নাকি নয়? এই তাকবীর দয়্যো কী সুন্নত; নাকি মুস্তাহাব; নাকি বিদিত?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

ঈদুল আযহার তাকবীর যলিহজ্জ মাসরে শুরু থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত দয়্যো শরয়ি বিধি। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: “যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিতি হতে পারে। এবং নরিদযিট দনিগুলোতে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে” [সূরা হজ্জ, আয়াত: ২৮] ‘নরিদযিট দনিগুলো’ হচ্ছ- যলিহজ্জের দশদিন। এবং যহেতে আল্লাহ তাআলা বলেন: : “আর নরিদযিট কয়কেটা দিনে আল্লাহকে স্মরণ কর...” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২০৩] এগুলো হচ্ছ- তাশরকিরে দিন। এবং যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “তাশরকিরে দনিগুলো হচ্ছ- পানাহার ও আল্লাহকে স্মরণ করার দিন।” [সহিহ মুসলিম। আর ইমাম বুখারী তাঁর সহিহ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) ও আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে সনদবহীন (মুয়াল্লাক) আমল উল্লেখ করেছেন যে, “তাঁরা দুইজন যলিহজ্জের দশদিন বাজারে গিয়ে তাকবীর দতিনে। তাদের তাকবীর ধরে লোকেরাও তাকবীর দতি”। উমর বনি খাত্তাব (রাঃ) ও তাঁর ছলে আব্দুল্লাহ মীনার দনিগুলোতে মসজিদে ও তাবুতে তাকবীর দতিনে। তাঁরা উচ্চস্বরে তাকবীর দতিনে। এতে করে তাকবীরের শব্দে মীনা প্রকম্পতি হয়ে উঠত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও একদল সাহাবীর আমল বর্ণনা আছে যে, তাঁরা আরাফার দিন ফজরের নামাযের পর থেকে ১৩ ই যলিহজ্জ আসরের নামায পর্যন্ত পাঁচওয়াক্ত নামাযের শেষে তাকবীর দতিনে। এটা হাজ্জ-নিন এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে, হাজীসাহবে ইহরাম করার পর থেকে ঈদের দিন জমরাতের আকাবাতের কংকর নিক্ষেপে করা পর্যন্ত তালাবিয়া পড়ায় মশগুল থাকবে। এরপর তাকবীর দয়্যোয় মশগুল হবনে। উল্লেখিত জমরাতের প্রথম কংকরটি নিক্ষেপে করার সময় থেকে তিনি তাকবীর দয়্যো শুরু করবেন। যদি তাকবীর বলার সাথে তালাবিয়াও বলেন তাতে কোন অসুবিধা নাই। যহেতে আনাস (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছ: “আরাফার দিন কটে তালাবিয়া দতি; আর কটে তাকবীর দতি; কাউকে বারণ করা হত না”। [সহিহ বুখারী] তবে, উল্লেখিত দনিগুলোতে মুহরমি ব্যক্তির জন্য তালাবিয়া পড়া উত্তম। আর হালাল ব্যক্তির জন্য তাকবীর বলা উত্তম।

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

এ আলোচনার ভিত্তিতে জানা যায় যে, আলমেদরে বশিদ্ধ মতানুযায়ী সাধারণ তাকবীর ও বশিষে তাকবীর যলিহজ্জরে পাঁচদনি একত্রতি হয়ে যায়। এ পাঁচদনি হল: আরাফার দনি, ঈদরে দনি ও তাশরকিরে তনিদনি। আর যলিহজ্জরে ৮ তারখি থেকে ১ তারখি পরযন্ত সময়ে যে তাকবীর দয়ো হয় সটো ইতপূর্বে উল্লেখতি আয়াত ও আছার এর ভিত্তিতে সাধারণ তাকবীর; বশিষে তাকবীর নয়। মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণতি আছে যে, তনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করনে যে, তনি বলেন: “আল্লাহর কাছে এ দশদনিরে চয়ে অধিক মহান ও আমল করার জন্য অধিক প্রয়ি আর কোন দনি নহে। সুতরাং তোমরা এ দনিগুলতে বশে বিশে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার ও আলহামদুলিল্লাহ পড়” কথিবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যভাবে বলছেন।